আগস্ট ২০২১ \\ প্রথম সংখ্যা

বংGo Stiকা

সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পমঞ্চ

- লেখালিখি
- অংকন
- ফটোগ্রাফি

মাসিক ই-পত্রিকা

Bongostica

fb group and page e-patrika

Editing by Subrata Kundu.

বঙ্গোস্টিকা
সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পমঞ্চ ১
আগস্ট ২০২১\\প্রথম সংখ্যা\\বঙ্গোস্টিকার fb, গ্রুপ, ও পেজ
Mob-7003935336 Subrata Kundu// 98748 83210 Avirup Bhattacharjee.

হঠাৎ যদি কোথাও

সব মেঘেরাই হারিয়ে গেছে আজ
ঠায় বসে আছি তাদেরই পথ চেয়ে
পেনসিলের মত সরু নদীর জল
আমার দুঃখ হারিয়ে ফেলেছে।

খুঁজছি আমি রাস্তা ভরা রোদ
হাফপ্যান্টের সতেজ মুখচ্ছবি
জোনাকির মায়া কোজাগরীর রাতে
ঘোলাটে চাঁদেও পদ্য খোঁজেন কবি

চৌকো লম্বা গৃহকোণের পাশে
তুলসী তলায় ঈদের নামাজ পড়ো
দ্বিধা থরথর হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে
তোমার স্মৃতি গুটিসুটি জড়োসরো।

এসো চকিত চোখের চাউনিতে ভরে জল
নিঃশব্দ দেবো বিনিময়ে কোলাহল
আজানের সুরে রোদের রঙটা লাল
তোমার চুমুতে ভরবে আগামী কাল।

- অরুণাভ চক্রবর্তী

প্রিয়তমা

যে প্রেম সাহস জোগায়
যে প্রেম পথ দেখায়
অন্ধকারে আলোর নিশান
যে প্রেম,
যে প্রেম বেঁধে রাখে না,
অথচ তবুও কি
অমোঘ টানে
অস্তিত্ব কে ধারণ করে
যে প্রেম
একাধারে মা,
একাধারে প্রেমিকা,
বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়,
যে প্রেমের প্লাবনে ভেসে
মৃত্যুও লাগে অমৃতসম
যে প্রেম, মরুভূমিতে
"মরুদ্যানের" মত
যে প্রেমে
শরীরের আ-গে-
হয়েছে
ম-নে-র মিলন
তেমনই প্রেমে সিক্ত করেছ
তুমি মোরে,
হে প্রিয়তমা
জনমে -জনমে
শতবার।

- ভাস্কর্য পাল

ছোট গল্পঃ চকলেট ডে

কলমেঃ কুহেলী বিশ্বাস

"হ্যাপি চকলেট দিবস' বলে আমার ছেলে পার্কের ভিতরে একটা গাছের তলায় বেঞ্চে বসে থাকা এক বয়স্ক ভদ্রলোককে দিতে যেতেই উনি চেঁচিয়ে উঠলেন-"আমি চাইনা, আমি চকলেট চাইনা"।

আমার ছেলে ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আমিও বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। দেখলাম, ভদ্রলোক হাঁপিয়ে গেছেন, তাঁর কালো মোটা ফ্রেমের চশমা খুলে চোখের জল মুছছেন। কৌতূহল আটকাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম,
আচ্ছা, আপনি এই রকম আচরণ করলেন কেন? দেখুন তো আমার ছেলেটা ভয় পেয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেছে!

ভদ্রলোক বললেন- আমার দাদুভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায় চকলেট দেখলেই।আর তখন আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে যায়, নিজেকে সামলাতে পারিনা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম- কেন কি হয়েছে? কোথায় থাকে আপনার নাতি?

ভদ্রলোক তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন-- সে আর বেঁচে নেই গো,সে কোনদিনও আমাকে আর " দাদু,চকলেট দাও" বলে বায়না করবে না।
আমি ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,
মন খারাপ করবেন না, একটু শান্ত হয়ে বসুন।
কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন,জানো আমার দাদু ভাই ঠিক তোমার ছেলেটার মতন খুব মিশুকে ও হাসিখুশি ছিল। সারাদিন বাড়িটা ওর গলার আওয়াজে গমগম করতো।আজ বাড়িটা যেন শ্মশানপুরী হয়ে গেছে। কারো মনে কোন আনন্দ নেই।সবাই কেমন ছন্দহীন, শুকনো- মনমরা, যেন মরে বেঁচে আছে।
আমি জিজ্ঞেস করলাম- কি হয়েছিল আপনার নাতির?
ভদ্রলোক বললেন- "সব আমার জন্য হয়েছে,আমিই দোষী। আমার একটু ভুলের জন্য"--বলে আবার কাঁদতে শুরু করলেন।

আমি বললাম- চুপ করুন,শান্ত হন, আপনার শরীর খারাপ করবে। ভদ্রলোক বললেন-এই মাস তিনেক আগে আমি বাইরে বেরুতে যাবার সময় ও বার বার বায়না ধরেছিল আমার সাথে যাবে বলে।ও চকলেট খেতে খুব পছন্দ করত।
ওর মা ভাত খাওয়াবে বলে যেতে না করেছিল। কিন্তু কিছুতেই আটকাতে পারল না। অগত্যা ওকে আমি নিয়ে গেলাম। চারটে চকলেট কিনেও দিলাম, কিন্তু পাঁচশ টাকা খুচরা হল না বলে আমি ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে রাস্তার ওপারে অন্য একটি দোকানে গেলাম খুচরো করতে। সামান্য একটু দেরি হবার জন্য দাদুভাই অস্থির হয়ে আমার কাছে আসতে গিয়েই চাপা পড়লো একটা বাইকের নিচে।

আমি বললাম-তারপর?

ভদ্রলোক বললেন-তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু কিছু করা গেল না।ডাক্তার বললেন,বেঁচে নেই, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা গেছে। আমি পাথরের মতন হয়ে গেলাম। জানো,চকলেট খেতে এত ভালোবাসতো যে, মরে গেছে তবুও হাতের মুঠোয় চকলেটগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছিল!

বিমূর্ত

যতবার এগিয়ে তোমার দিকে যেতে
যায় দেখি আস্ত এক হৃদপিন্ড,
যার ধুকধুকানি শব্দ শোনা দায়।
আরেকটু এগিয়ে গেলে দেখি টুকরো
টুকরো কিছু রক্তজলে ভেজা চিঠি,
যা পড়তে গেলে আগে প্রেমিক হতে
হয়।
আরও যত এগিয়ে যাই দেখি এক
প্রকান্ড গাছ,
যা পথচারীদের আশ্রয় দেয়, রাখলরা
এসে বসে, গরমে ঠান্ডা বাতাস দেয়।।

- অর্পণ পাল

বিবর্ণ

বিবর্ণ পাতার মাঝে রঙিন ফুল
আজও বিচরণ ,
এতো স্বপনে নয় বাস্তবের ধরন।
মাঝে মাঝে দুঃখ এসে আঁকড়ে ধরতে
চাইলে এই ছোটো ছোটো স্মৃতি হয়ে
দাঁড়ায় প্রাচীর হয়ে, আর এই প্রাচীর
ভেদ করার মতো ভেদন শক্তি এখনো
আসেনি কারোর।

অয়ন সিংহ।

বংGo Stika
সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পমঞ্চ

আগস্ট ২০২১\\প্রথম সংখ্যা\\বঙ্গোস্টিকার fb, গ্রুপ, ও পেজ
Mob-7003935336 Subrata Kundu// 98748 83210 Avirup Bhattacharjee.

'আনন্দ'

-রূপক চক্রবর্তী

ট্রেন থেকে বালিগঞ্জ স্টেশনে নামল শেখর। তখন না ছিল করোনা,না পড়তে হত মাস্ক-যাক আবার সব স্বাভাবিক হবে। স্টেশনে নামার পর শেখর চলল গন্তব্যে-গোলপার্কে মেডিকিওর ফার্মাসিস্ট কোম্পানি,আজ সেখানে ওর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের জন্য চাকরির ইন্টারভিউ। সেই কোন ভোরে ধামুয়ায় বাড়ি থেকে শুধু জল খেয়ে বেড়িয়ে পড়েছিল,তাপর আধঘন্টা সাইকেল চালিয়ে ধামুয়া স্টেশন থেকে ট্রেন। এখন প্রচন্ড খিদে পেলেও রাস্তায় দোকান থেকে যে সামান্য কিছু খেয়ে নেবে তা শেখরের মাথায় আসেনি। এর দুটো কারণ-প্রথমত,ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার উত্তেজনা,আর দ্বিতীয় কারণটা সোজা কথায় পয়সা বাঁচানো। শেখরদের মত ছেলেদের খিদে পেলে দোকান থেকে খাবার কেনার আগে অনেককিছু ভাবতে হয়। যাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর' অবস্থা তাদের অনেক কিছুই বিবেচনা করে চলতে হয়। বাপ-মা মরা বছর ২৭ এর ছেলেটার নিজের বলতে এক বোনই আছে শুধু,বোনের বিয়ের দায়িত্ব তার কাঁধে। গ্রামে কয়েকজন আত্মীয় থাকলেও তারা জমিজমা সংক্রান্ত কারণে এখন শেখরদের 'অনাত্মীয়'।

কোম্পানির গেটে ঢুকতে গিয়ে শেখর দেখে দুই একজন মেইনগেট দিয়ে বেরোলো। ভেতরে ঢুকে রিসেপশনিস্ট মহিলাকে নিজের নাম ও আসার কারণ বলায় তিনি শেখরকে বসতে বলেন।ওখানে শেখরের মতই আরোও ৫জন ছেলে ইন্টারভিউয়ের জন্য আগে থেকে বসেছিল। একের পর এক সকলের হওয়ার পরেই শেখরের ডাক আসে আর ও ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করে। রুমে বসা বছর ৫০এর ভদ্রলোক শেখরকে বসতে বলে ও তর সব সার্টিফিকেট ও বায়োডেটাটি দেখতে চায়। কাগজপত্র দেখার পর লোকটি শেখরকে জিজ্ঞাসা করে,তার এই জাতীয় কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা! শেখর 'না' জানালে মেডিক্যাল সংক্রান্ত দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক বলেন,"ও.কে. মি. শেখর,আপনার অ্যাপিয়ারেন্স আমার ভালই লাগল,আপনি সিলেক্টেড হলে আমরা আপনাকে কল করব,থ্যাঙ্ক ইউ"।

একরাশ নিরাশার ছাপ মুখে করে স্টেশনের পথে চলতে থাকে শেখর। শেখর ভাবছে,চাকরিটা ও পাবে কিনা,ও ছাড়াও আরোও অনেকে ইন্টারভিউ দিয়েছে,অনেকেরই হয়ত জব এক্সপেরিয়েন্স আছে! শেখরের চাকরিটা যে খুব দরকার।

এতসব ভাবতে ভাবতে ও স্টেশনের কাছে চলে এল। মোবাইলে দেখল ১২:৪৫ বাজে,মানে তার ট্রেন আসতে এখনও ৪০ মি.দেরি। রেলব্রিজ দিয়ে স্টেশনের পথে উঠতে গিয়েই হঠাৎ ওর চোখে পড়ল একটা বছর ৩০এর যুবক ব্রিজের একধারে বাদামভাজা বিক্রি করছে। ছেলেটাকে শেখরের খুব চেনা ঠেকল। কিছুক্ষণ দেখে ওর খেয়াল হল,আরে, একে তো কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম-কোম্পানিতে ঢোকার মুখে ছেলেটিকে মেইন গেট দিয়ে বের হতে দেখেছে শেখর। কিন্তু ওর তখনকার পোশাক আর এখনকার পোশাক পুরো আলাদা-এখন একটা হাফপ্যান্ট আর গোলগলার ফাটা টিশার্ট পড়ে ও বাদাম বেচছে।

ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল শেখর। ওকে দেখেই বাদামবিক্রেতা ছেলেটা বলল,"বলুন দাদা,কত দেব?" শেখর ১০টাকার বাদামভাজা কিনে ওকে প্রশ্ন করল,"দাদা একটা কথা জিজ্ঞেস করব যদি কিছু মনে না করেন?"
বাদামওয়ালা বলল,"বলুন?"
শেখর বলল,"আপনি কি কিছুক্ষণ আগে ঐ গোলপার্কে মেডিকিওর ফার্মাসিস্ট কোম্পানিতে গিয়েছিলেন?"
ছেলেটা বলল,"হ্যাঁ,আপনিও ওখানে ছিলেন নাকি?"
শেখর বলল,"ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম আর আপনি...."
যুবক বলল,"হ্যাঁ আমিও একই কাজে গিয়েছিলাম(সহাস্যে)।আপনি আমায় ওখানে স্যুট-বুট পড়া অবস্থায় দেখেছেন,আর এখন এমন হালতে দেখে আকাশ থেকে পড়লেন!" আবার হাসি। ছেলেটা বলে চলল,"দাদা,আমি M.sc.পাশ,অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে চলেছি,কিন্তু এখনও শিকে ছেঁড়েনি,তবে বিশ্বাস আছে চাকরি আমি পাবই। আমার বাবা এই অঞ্চলে বাদাম বিক্রি করত,খুব জনপ্রিয় ছিল,এলাকার লোক তো বটেই,আপনার মত বাইরে থেকে আসা লোকেরাও বাদাম কিনে খেত। খেয়ে দেখুন ভাল লাগবে। আসলে ২মাস আগে বাবা মারা যান,বাড়িতে কেবল মা আছেন। বাবা এইভাবে বাদম বিক্রি করে সংসার চালিয়ে আমায় বড় করেছেন,পড়াশোনা করিয়েছেন। এই বাদাম খেয়ে লোকে যখন প্রশংসা করত একটা আলাদাই আনন্দ বাবার চোখে-মুখে ধরা পড়ত। বাবা আজ নেই,তবে বাবার কাজ আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এতে আমার আনন্দ,সংসারও চলছে,আর জানি উপর থেকে বাবা দেখে আনন্দও পাচ্ছে।"

"দাদা আপনি শুনেছেন কোনো কাজ ছোটো নয়,একথা আমি বলতে পারি,যে চাকরিই পাইনা কেন আমি এই বাদাম বিক্রি ছাড়বনা কখনও,এর জন্য একটা সময় আমি ঠিকই বের করব,সপ্তাহের অন্যদিন যদি না হয় শুধু রবিবার দিনই না হয় বাদাম বেচব। আপনার শুনতে হয়ত এসব আশ্চর্য লাগছে,কিন্তু এসব আমার কাছে স্বাভাবিক"।

কথাগুলো শুনতে শুনতে শেখর যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ও জানেনা। এবার ফের মোবাইলে সময় দেখল শেখর,আর ১৫ মি.বাকি ট্রেন আসতে,শেখর আরোও ১০টাকার বাদাম নিল বোনের জন্য, বোনটাকে তো কতদিন কিছু দেওয়া হয়নি। স্টেশনে উঠতে উঠতে ও ভাবল,চাকরিটা যদি বাদামওয়ালা ছেলেটা পায়,তাহলে ও নিজে পেলে যে আনন্দ পেত তার থেকে অনেক বেশি খুশি হবে শেখর। এই যাঃ,ছেলেটার নামটাই তো জানা হলনা,যাক পরে কখনও আবার দেখা হবে,তখনই জেনে নেবে।

আজ শেখরের মনে কি একটা অজানা আনন্দ খেলছে।কিছু পরিচয় মনকে খুব আনন্দ দেয়। আকাশটা আজ অনেকটা শরৎ এর আকাশের মত হয়ে উঠেছে,যেন চারিদিকে শুধু খুশি,শুধু আনন্দ।

তর্পণ

আজ মহালয়া। পিতৃ তর্পণের শেষ দিন, দেবী পক্ষের সূচনা। অনামিকা মনস্থির করে সে আজ পিতৃ তর্পণ করবে, সে যাবে গঙ্গার ঘাটে। কিন্তু সে তো মেয়ে! বাধা দেয় তার মা। অনামিকা বলে " আমি মেয়ে বলে তর্পণ করতে পারবনা? রাগ করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে গঙ্গার উদ্দেশ্যে। গঙ্গার ঘাটে লোকের জনসমাগম। পুরোহিত কে ডাকে অনামিকা, পুরোহিত বলেন ' কে তর্পণ করবে' ? অনামিকা জবাব দেয় 'আমি'। পুরোহিত হতবাক হয়ে যায়! অনামিকা জিজ্ঞেস করে " কোনো অসুবিধা আছে? পুরোহিত বললেন " আপনি তো মেয়ে! " অনামিকা - মেয়েরা কি তর্পণ করতে পারেনা ? পূর্বপুরুষ দের দেবযানেরপথ সুগম করতে পারেনা ? আজ পিতৃ পক্ষের অবসানের পর দেবী পক্ষের সূচনা হচ্ছে, এটা আশাকরি জানেন। পুরোহিত আর কিছু বললেন না , অনামিকা পিতৃ তর্পণ করল। অনামিকা যখন ফিরছে তখন রেডিও তে বাজছে " বাজলো তোমার আলোর বেণু "।

- অমিত মান্না

বংGo Stika
সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পমঞ্চ ৩
আগস্ট ২০২১\\প্রথম সংখ্যা\\বঙ্গোস্টিকার fb, গ্রুপ, ও পেজ
Mob-7003935336 Subrata Kundu// 98748 83210 Avirup Bhattacharjee.

আগ্রাসী ক্ষত

উপত্যকায় ক্ষেপণাস্ত্র,
পারদ ছুঁলো পাহাড়।
আমাদের কথা ছিল
নদীর কাছে যাবার।

ইউক্যালিপটাস পাতার
গন্ধে অনাবৃত বাঁক।
প্রতিটি বাঁকের ওপর
দিয়ে আঙুল ছুঁয়ে যাক।

নখের প্রেমে পিঠের
কোষ, আঁচর হয়েছে গাঢ়।
চাইলে তুমি চুমুর সাথে
একটু বিষ ঢালতে পারো।

- অভিরূপ।

বিদ্যাসাগর তুমি ফিরে এসো

- ডাঃ লিয়াকত আলি লস্কর

বিদ্যাসাগর তুমি ফিরে এসো ,
অভাগার এই দেশে ।
এখনো এখানে বিধবাদের শুধু
কেবল অত্যাচারে পেষে ।
বিদ্যাসাগর তুমি ফিরে এসো,
এই অভাগার দেশে ।
এখনো এখানে বাল্য বিবাহ
নরকীয়তায় ভাসে ।
বিদ্যাসাগর তুমি ফিরে এসো,
এই অভাগার দেশে,
এখানে তোমার বর্নপরিচয় বন্ধ,
আজ লকডাউনের রেসে ।
বিদ্যাসাগর তুমি ফিরে এসো,
এই অভাগার দেশে ।
এখানে "মায়ের ভক্তি" কেমন,
এখন বৃদ্ধাশ্রমে মেশে।
বিদ্যাসাগর তুমি ফিরে এসো,
এই অভাগার দেশে।
এখানে কতটা সংস্কার হয়েছে,
আমাদের এই বেলাশেষে ।

রাতের আঁধার

- সুরাজ দ্বীপ ভট্টাচার্য্য।

মৃত্যু নেশায় মাতোয়ারা
অবাক করে সেই রক্তের ফোয়ারা
রাতের কালো অন্ধকারে হারায়
যমের দূত হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়ায় ।

বুকের মধ্যে বাজতে থাকে মৃত্যুর আর্তনাদ
হঠাৎ হঠাৎ হৃদপিন্ড পিন্ডি দিতে যায় ভেলায় ।
শিরা-উপশিরা আটকে যায় ক্রমে ক্রমে আঁধারে
থমকে থমকে কয়, ছিটিয়ে যায় রক্তের প্রহরে।

রাতের অন্ধকারে কাঁদে
শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গে ।

আমি যুদ্ধ করেছি দেবতার সাথে
হারাতে পারেনি আমাকে, যুদ্ধের প্রাচীন রথে।
নিজের হস্তে দান করেছি নিজ টুটি
রক্ত দিয়ে স্নান করেছি , এবার আমার ছুটি।

যমের দূত আচর কাটছে গায়ে
যেতে তো চাইনি আমি, পরলোকের গাঁয়ে ।
বেঁধে রেখেছিলাম নিজ পা মাটির সাথে
গাছের মত মুছড়ে নিলে সেই রাতেই ।

রাতের অন্ধকার ভীষণ ভয়
অঙ্গেরা কেঁদে কেঁদে গায় ।

গঙ্গা

- নির্মলেন্দু কুন্ডু

কোন একদিন
পরিচিত হতাম গঙ্গার নামে,
মায়ের সম্মান দিতাম নদীকে।
আর আজ—
যখন সন্তানের উন্নত শিশ্ন খোঁজে মাতৃজঠর,
যখন ভব্যতা মুখ লুকোয় আস্তাকুড়ে,
যখন মানবিক প্রতিবাদ রূপান্তরিত হয় কদর্য
রাজনীতিতে,
যখন প্রতিবাদী কলম পায় মৃত্যুর পুরষ্কার,
যখন রক্ষক খোঁজে আত্মরক্ষার আশ্রয়,
তখনও পরিচিত হই—
গঙ্গার নামে,
শুধু তার মর্যাদা এখন
বে-আব্রু!!

মৃত্যুকবর

তোমার ঠোটে আঁকব আমি,
আমার হাজার নাম।
তোমার কাছেই ধ্বংস হব,
পাব নানা বদনাম।
তোমার হাতেই ইকির-মিকির
খেলব সারা রাত।
কাব্য লিখব সেই-খানেতেই
সাক্ষী শুধুই হাত...
তোমার সঙ্গেই ট্রাম চড়ব
ব্যস্ততার ওই মেট্রো দূরে ঠেলে,
সব প্রতিবাদ খোদায় করব সেদিন।
কেবল তোমায় মনের কাছে পেলে ,
তবুও তুমি দূরে সরে যাও রোজ
আতর মাখা অচেনা নারীর ভীড়ে
একলা থাকি একলা রাখি।
মনকে ফেলি গঙ্গা নদীর তীরে,
রঙিন জলে একলা মাতি
চুপটি ঘরের অন্ধকারের কোণে,
অন্ধকারের ইদুর ছানা
চুপটি করে মৃত্যুপ্রহর গোনে,
গুনুক ওকে থামাবো না আর
আমিও তো সেই অকালমৃত্যু চাই,
সাধ কেবল একটি শুধু...
মৃত্যু কবরে তোমার ছোঁয়া পাই।

- গোপন প্রেমিক

আলো-আঁধারি

অন্ধকারের মাঝেও এক
টুকরো আলো হয়ে জেগে
থাকো,
শত বাধা-বিপত্তিতেও নিজে
প্রস্ফুটিত হয়েছো ।।
আমাদের ও তাই হবে করতে,
সমস্ত বিপদ কাটিয়ে হবেই যে
আমাদের বাঁচতে ।।

- অনামিকা (মৌ)

বংGo Stিকা

সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পমঞ্চ ৪

আগস্ট ২০২১\\প্রথম সংখ্যা\\বঙ্গোস্টিকার fb, গ্রুপ, ও পেজ

Mob-7003935336 Subrata Kundu// 98748 83210 Avirup Bhattacharjee.

তখন একুশ

\- অর্পণ আচার্য্য

কথা তুমি রাখোনি ।

তুমি এসেছিলে এক দিগন্ত রামধনু নিয়ে
শতাব্দীর প্রেম আমার উজাড় করে দেওয়া।
অল্প কিছু হাসির ছোয়া তে মন ভুলিয়ে
দেওয়া।
আর কিছু ভনিতা তোমার
মিথ্যে আসা যাওয়া
দিব্য মনে আছে ।

তখন একুশ
মেট্রোর সিড়ি এর পথ টা বড়ো অন্ধকার
আমার দোলাচলে তুমি হাজির
বুক কি সত্যি দুরু দুরু ?
বুঝিনি তখনও,
আজ দেখা হলো
পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ।
তাই না
মিথ্যে করে কি খুব সেজে ছিলে?

তখন একুশ
হাজার টা বাহানা আমাদের
রঙ তুলি দিয়ে সুখ আকি।
স্বপ্ন বুনে রূপকথার গল্প করি
তখন কি এলোমেলো
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঠিক ছিল ?

তখন একুশ
বেঞ্চের গায়ে আলো এসে পড়েছিল
মানিয়েছিল আমাদের
হাতে হাত রেখেছিলাম
তখন কি মিথ্যে করে গল্প বানানো ছিল ?

তখন একুশ
আজ থেকে একুশ বসন্ত পর
তুমি আমাকে ভাবাবে
তুমি কি আলেয়া ছিলে?
নারী তো বয়ে যায়
নদীর মতো ।
তুমিও কি নদী ?
নদী যদি মদ হতো !

তখন একুশ।
জানো?
সেদিনের পর আর দেখা হইনি
সেদিনের পর আর পথ খুঁজে পাইনি।
সেদিনের পর আর সেই চাতালে যাওয়া হইনি।
যেখানে তোমার শরীর টা পড়ে ছিল।

সেই লাশকাটা ঘরে,
ছিন্ন ভিন্ন হয় হয়ে।
আমি ছিলাম ।
তোমার মুখে হাসিটা কি সত্যি মিথ্যের গল্প ছিল?

।। তখন একুশ
জোৎস্নার ফাঁক থেকে
ওই বসন দেখতে পাই।
সেখানে ছড়ানো খাটে
আমি শুয়ে পড়ি।।
আমি জানি
তুমি আমার এলোমেলো ঘরে
ছায়া তে এসো বসো।

আজও একুশে আমি
বলো আসবে কি ??
আমার ঘরে।.....
।।।।।। ।।।।।

অপূর্ণ অন্তিম

\- বিদিশা দে

সূচনার জন্য সপ্তাহে দুদিন করে নর্থ বেঙ্গল থেকে কলকাতা আবার কলকাতা থেকে নর্থবেঙ্গল যাওয়াটা বড্ড ঝক্কির। কর্মসূত্রে বিশেষত নর্থ বেঙ্গল যেতে হয় সূচনাকে। মা,বাবার অবর্তমানে পিচকু,সাজি,ফুলি আর পাপুই ওর সবকিছু। সূচনার জীবনের পুরোটা জুড়েই এখন ওরা।আদতে পোষ্য হলেও নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে সূচনা। তাই ওদের ছেড়ে যেতে মন চায়না, কিন্তু অগত্যা থেকে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই।
গত দু'বছরের মতো প্রতি সপ্তাহের মাঝামাঝি পিচকু,সাজি, ফুলি আর পাপুকে মালতি দির দায়িত্বে রেখে রওনা হলো সূচনা। হসপিটালে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেলো। সূচনা পেশায় ডাক্তার, হার্ট স্পেশালিস্ট।সেই জন্যই এত ঝক্কি। দু'জন পেশেন্ট আছে তাদের দেখে কোয়াটারের পথ ধরল সূচনা।
-- শুনছেন....
পিছনে ফিরে তাকাতে সম্মুখীন হতে হয় এক অপরিচিত মুখের।
-- হ্যা বলুন
-- হ্যালো, আমি নীল।এই হসপিটালের চার্লস স্পেশালিস্ট।
-- হাই....
আস্তে আস্তে আলাপ পরিচিতির অধ্যায়ে বেশ কয়েকটা পাতা জুড়ে নিল সূচনা-নীল। সূচনার নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার দিনসংখ্যা বেড়েছে। আজকাল ডঃ নীল মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসে।ডঃ নীল থেকে নীল হয়েছে,আর ওদিকে মিস সূচনা কেবলমাত্র সূচনা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ বাড়তে থাকে।কোনো অজানা টানে খুব বেশি করেই জড়িয়ে গেছে যেন নীল- সূচনা একেঅপরের মধ্যে। সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া দু'জন ভবিষ্যত সম্পর্কে অজ্ঞাত।আস্তে আস্তে নীল ভীষণভাবে চাইতে থাকলো সূচনা কে।সূচনা কিন্তু তখনও ধরা দেয়নি নীলের কাছে।

আজ সকাল থেকেই দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। একটু রোদের দেখা মিলতেই কোয়াটার থেকে হসপিটালের দিকে বের হলো সূচনা। কনফারেন্স আছে সেটায় উপস্থিত থাকতেই হবে। কনফারেন্স শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বৃষ্টির উপস্থিতর আভাস পাওয়া যাচ্ছে ভালো মতোই।নীল আর সূচনা প্রতিদিনের মতোই একসাথে বেরিয়েছে। রাস্তায় হঠাৎ করেই অঝোরে বৃষ্টি নেমে যায়।
--আপনার কোয়াটারের থেকে আমার কোয়াটার কিন্তু কাছে,আর তাছাড়া আপনি পুরো ভিজে গেছেন।বৃষ্টি কমলে না হয় চলে যাবেন।
একভাবে কথাগুলো বলে নীলের মুখের দিকে তাকাল।
নীলের মুখে আলতো হাঁসির রেখা অন্ধকারেও স্পষ্ট। ততক্ষণে ভালোই জোরে বৃষ্টি নেমেছে। দু'জনেই ভিজে গেছে পুরোদস্তুর।
-- আচ্ছা চলুন।
যথারীতি কোয়াটার পৌঁছাল দু'জন।
-- আপনি বসুন.....
আমি চা করে নিয়ে আসছি।
স্নান সেরে চা নিয়ে এলো সূচনা। তখনও সূচনার গা থেকে জল সরেনি। অন্ধকারেও ভালোই বোঝা যাচ্ছে স্নানের পরে সূচনার স্নিগ্ধতা।
-- বাহ্! নেহাত মন্দ চা করেন না আপনি।
-- আচ্ছা লোক তো আপনি মশাই। প্রশংসাটাও ঠিক মতো করতে পারেন না।
এসবের মধ্যেই নীল সোফা থেকে উঠে সূচনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।সূচনার হাত ধরল নীল,সারা শরীর আরষ্ঠ হয়েছে সূচনার, কোনো মতে নিজেকে সামলে বলল....
-- হাওয়া দিচ্ছে... জানালাগুলো বন্ধ করে দেই।
নীল হাত টেনে সূচনা কে থামিয়ে বলল......
-- থাক না। ভালো লাগছে তো।
সূচনা আর গেলো না।নীল সূচনাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।সূচনা যেন নিজেকে নীলের শরীরে মিশিয়ে নিয়েছে। নীলের ঠোঁট ছুঁয়েছে সূচনার ললাট। ললাট ছুঁয়ে নীলের ঠোঁট বসেছে সুচনার ঘাড়ে। শরীর বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো জড়িয়েছে দুজনকে।
খুব যত্নে নীলের ওষ্ঠ সাদরে গ্রহণ করে নিল সূচনা। এই কি তবে অগোচরে অভিসার যেন বহুদিনের কাঙ্খিত......

পরদিন সকালে উঠে আর নীলের সাথে দেখা হয়নি সূচনার।ফিরে এসেছে সূচনা।ভাগ্যের ফেরে আর নর্থবেঙ্গল যেতে হয়নি, যোগাযোগ করা হয়নি নীলের সাথে।নীল ও আর খোঁজ করেনি সূচনার।
কিন্তু সেদিনের পর খুব বেশি জড়িয়ে গেছে সূচনা নীলের সাথে।দেখা না হলেও হয়তো একপাক্ষিক টান আছে নীলের জন্য।

দূরত্ব ব্যাপারটা খুব দরকারী বুঝলে।এই ধর তোমার সাথে আমার এত স্মৃতি তার মাঝে এই দূরত্ব,যেখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে না বলা কিছু কথা, অপেক্ষায় রত তোমার অবুঝ মন। সবসময় কাছাকাছি না থাকাই শ্রেয়, নাহলে ব্যাপারটা বড্ড একঘেয়েমি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কাছে আসায় যে উষ্ণতা তা প্রতিদিনের আঙিনায় ধরা পরে না আর।
তাই সম্পর্কে দূরত্ব থাকা ভালো।এমন নয় যে তাতে ভুল বোঝাবুঝি হবে খুব। আমি তুমির মাঝেও তোমার আমার নিজস্ব একটা পরিধি আছে সেখানেই এই দূরত্বটুকু নিজের জন্য বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

– বিদিশা দে

সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পমঞ্চ ৬

আগস্ট ২০২১\\প্রথম সংখ্যা\\বঙ্গোস্টিকার fb, গ্রুপ, ও পেজ

Mob-7003935336 Subrata Kundu// 98748 83210 Avirup Bhattacharjee.

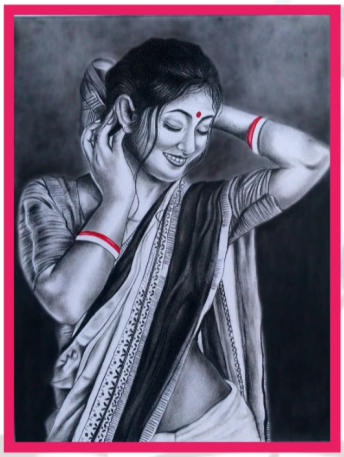

Anusri Das.

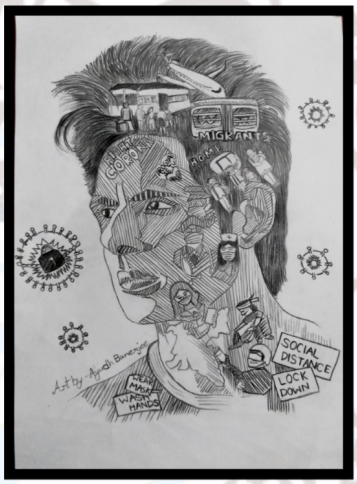

Sulagna Ash.

Moinak Mondal.

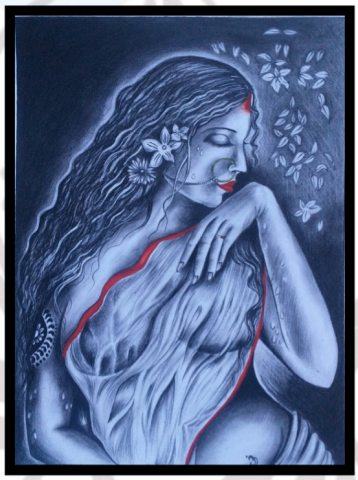

Ayudh Banerjee.

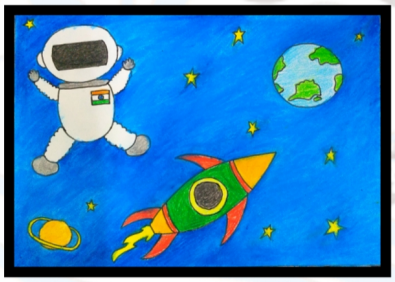

Tanabi Chakraborty.

Sayan Saha.

Samriddha Mondal

Sharanya Majumdar.

Kundan Mondal.

ART GALLERY

সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পমঞ্চ ৬

আগস্ট ২০২১\\প্রথম সংখ্যা\\বঙ্গোস্টিকার fb, গ্রুপ, ও পেজ

Mob-7003935336 Subrata Kundu// 98748 83210 Avirup Bhattacharjee.

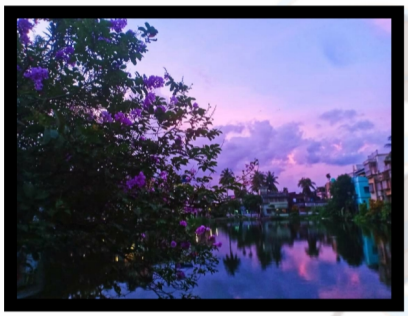

Name-Ta Nm Oy
Device- Oppp f9
Location- Sodepur Lic Park

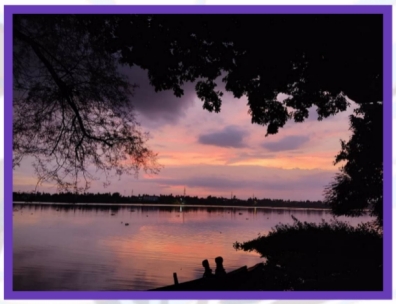

Name- Anupam paul
Device -Poco F1
Location -Rabi Rasmoni ghat....

Name - Anusri Das.
Device -Samsung Galaxy A30s
Location - Bongaon

Name - Amit Manna
Device -Samsung Galaxy M11
Location - Bijan Setu Ballygunge

Name -Toton Bhowmick
Device- Sumsung galaxy A50S
Location - Uluberia (Nimtala)

Name - Bidisha Dey.
Device - OppoA31
Location - Bagbazar Ghat

Name - Jayprakash Mandal
Device - Redmi note 9 pro max
Location - Sonarpur

Name - Satarupa Bose.
Device - Samsung A5

Name - Riya Dey.
Device - OppoA5S

Name - Anik Chakraborty.
Device - realme x7
Location - Ashokenagar

PHOTOGRAPHY